বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

অষ্টাদশ বর্ষ (দ্বিতীয় সংখ্যা) জুন ২০০৭

রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা-২০০৭

বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট প্রাক্তনী প্রয়াত অধ্যাপক তারাপদ দাস প্রবর্তিত 'রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা' এ বছর নিম্নলিখিত সূচী অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে ঃ

তারিখ ঃ **১৫ আগস্ট ২০০৭, বুধবার**

সময় ঃ **বেলা ২ টা**

স্থান ঃ **বিবেকানন্দ হল** (রুম নং ১)

বিষয় ঃ **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে মিসেস ম্যাকলাউডের ভূমিকা**

বক্তা ঃ **স্বামী ঋতানন্দজী মহারাজ,**
সহ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা

এই বক্তৃতা সভায় যোগদানের জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

বিদ্যামন্দির (৩০.০৬.২০০৭) কর্মসচিব

সম্পাদকীয়

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের মুখপত্র 'বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী বার্তা' দৃষ্টিনন্দন অবয়বে, সুন্দর মুদ্রণে, চিত্র ও তথ্যসম্পদে ঋদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হল। প্রাক্তনী বার্তার সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যামন্দির এবং প্রাক্তনী সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম এতে প্রকাশিত হয়, যাতে সংসদের সদস্যবৃন্দ ঘরে বসে এই কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। সৃজনধর্মী বা স্মৃতিচারণামূলক রচনার সুযোগ এতে নেই। আজ থেকে দশ-বিশ বছর বা তারও পূর্বে যাঁরা বিদ্যামন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁদের নিকট প্রাক্তনীবার্তা বহন করে নিয়ে যায় বিদ্যামন্দির এবং প্রাক্তনী সংসদের বিভিন্ন বার্তা, যা তাঁদেরকে বিদ্যামন্দির সম্পর্কে ভাবতে, স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানের বিদ্যামন্দির অনেক বেশি কর্মচঞ্চল; প্রাক্তনীবার্তার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিদ্যামন্দির সমাচার' থেকে খুব সহজেই এটি বোঝা যায়।

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ খুবই ক্ষুদ্র একটি প্রতিষ্ঠান; বয়সও এর বেশি নয়, মাত্র ২০ বছর। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। সংসদ-সমাচার থেকে সংসদের কার্যক্রম সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। সাধের তুলনায় সাধ্য খুবই কম এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের। সীমিত সাধ্য নিয়েই সংসদ এ পর্যন্ত অনেকগুলি গঠনমূলক কাজ করেছে এবং আরও কিছু করার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এর জন্য চাই অর্থ। অর্থ অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু কোন জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অর্থ সৎকাজেই ব্যবহৃত হয়। অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। এজন্য প্রাক্তনীবার্তার বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত সংসদ সচিবের বিনীত আবেদনে যথোপযুক্ত সাড়া দিয়ে সদস্যবৃন্দ সংসদের কার্যক্রমকে পূর্ণতার পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবেন—এই আশা।

—নিত্যনিরঞ্জন কুন্ডু

২০০৬-০৭ বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সতীর্থ,

অ্যাসোসিয়েশনের ২০০৬-২০০৭ বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভা প্রদত্ত সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে ঃ

তারিখ ঃ **১৫ আগস্ট ২০০৭ (বুধবার)**

সময় ঃ **বিকেল ৩-১৫ মিনিট**

স্থান ঃ **বিবেকানন্দ হল (রুম নং ১), বিদ্যামন্দির**

আলোচ্য বিষয়সূচী ঃ

১। ১৫/৮/২০০৬-এ অনুষ্ঠিত বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন

২। সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ২০০৬-২০০৭ বর্ষ

৩। ২০০৬-২০০৭ বর্ষের অডিট রিপোর্ট

৪। ২০০৭-২০০৮ বর্ষের জন্য অডিটর নিয়োগ

৫। বিবিধ (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)

এই সভায় যোগদানের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

বিদ্যামন্দির (৩০.০৬.২০০৭) কর্মসচিব

একটি বিনম্র আবেদন

মাননীয় ও প্রিয় প্রাক্তনী,

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চেষ্টা করে চলেছে সাধ্যমত বিদ্যামন্দিরের সেবাকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করার। আমাদের সাধ অফুরন্ত, সাধ্য সীমিত। এবার আমরা সেই সাধ্যের সীমাই বাড়াতে চাই। ইতিমধ্যেই বিদ্যামন্দিরে পানীয় জল পরিশোধনের প্রকল্পে প্রাক্তনী সংসদ মোট আটটি অ্যাকোয়াগার্ড যন্ত্র বসিয়েছে। বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের সামান্য আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীরা আমাদের গৃহীত নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলিতে মুক্তহস্তে দান করুন, যাতে আমরা বিদ্যামন্দিরের নানাবিধ কার্যে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিজেদেরকেই ধন্য করতে পারি।

প্রকল্প ১। বিবেকানন্দ সম্মেলন ঃ

বিগত ১৩ বছর ধরে এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রত্যেক বছর বিদ্যামন্দির ও বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী সংসদ পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলাকে বেছে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার ধারণা সেখানকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাবা-মায়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে নানা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং সবশেষে যুব সম্মেলন ও শিক্ষক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। একটা সময় বেশ কিছুদিন সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলেও এখন তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় এই চমৎকার ও জনপ্রিয় প্রকল্পটিকে চালু রাখার জন্যে আমরা প্রাক্তনী সংসদ একটি **১২ লাখ টাকার তহবিল** করতে আগ্রহী। এর ফলে এই সম্মেলনের খরচ প্রাক্তনী সংসদ অনেকটা বহন করতে পারবে।

প্রকল্প ২। প্রাক্তনী বার্তা ঃ

প্রাক্তনী সংসদের কার্যকলাপ বিধৃত এই বার্তাপত্রটি আমরা বছরে দুবার আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু এর মুদ্রণ খরচও ক্রমবর্ধমান। এই ব্যয়ের অনেকটা নির্বাহ করেন বিশিষ্ট প্রাক্তনী শ্রী সুব্রত গাঙ্গুলী এবং কখনও কখনও তাতে আরও সাহায্য করেছেন ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলী। তাঁদের এই সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু এর জন্যেও আমরা একটি **৩ লক্ষ টাকার তহবিল** করতে চাই, যাতে কোন সময়েই এটির প্রকাশনায় কোন ব্যাঘাত না আসে।

প্রকল্প ৩। দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক অনুদান ঃ

অনেক প্রাক্তনীই এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিদ্যামন্দিরে পাঠরত ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা করে থাকেন। প্রাক্তনী সংসদও যে করে তাও আমরা উল্লেখ করেছি; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের এ সহায়তা বড় কম বলে বোধ হচ্ছে। বিদ্যামন্দিরে বহু দরিদ্র পরিবারের ছাত্র পড়াশুনা করতে আসে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা একটি অন্তত **১২ লাখ টাকার তহবিল** করতে চাই।

প্রকল্প ৪। আয়রন ফ্রি ব্যবহার্য জল সরবরাহ ঃ

বিদ্যামন্দিরে পানীয় জল ব্যতীত স্নানাদির জন্যে ব্যবহৃত জলে আয়রন এখন প্রচুর পরিমাণে উঠে আসছে। এ বিষয়ে নাগপুরের একটি বিশিষ্ট সংস্থায় জল পরীক্ষাও করানো হয়েছে। বিদ্যামন্দিরের নির্মাণ ও সংরক্ষণ কার্যের দায়িত্বে থাকা স্বামী যজ্ঞধরানন্দজী মহারাজ এই ব্যাপারে যথাসম্ভব যোগাযোগ করে একটি আনুমানিক খরচের হিসাব আমাদের দিয়েছেন। এটির পরিমাণ **ন্যূনতম ১২ লাখ টাকা**। এটি অবশ্য আমরা কোন ফান্ড হিসেবে রাখব না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

ক) উপরের যে কোন প্রকল্পে অনুদান যাঁরা পাঠাবেন, তাঁদের অনুরোধ, একটি চিঠিতে জানিয়ে দেবেন কোন্ প্রকল্পে আপনি অনুদান পাঠাচ্ছেন।

খ) চেক বা ড্রাফ্ট্ "Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association" নামে পাঠাতে হবে।

গ) কোন বিশেষ স্মৃতিরক্ষায় যদি অনুদান পাঠাতে চান, সেটিও আপনার পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করে দেবেন।

আমরা সমস্ত প্রাক্তনী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বারবার অনুরোধ জানাই এই মহৎ প্রকল্পগুলির রূপায়ণে আপনারা সাধ্যমত এগিয়ে আসুন। প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অথবা এ বিষয়ে অন্য যে কোন তথ্য যদি আপনারা জানতে চান, তাহলে বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ (কার্যনির্বাহী) এবং বর্তমানে প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীর কাছে সরাসরি টেলিফোনে বা ই-মেলের মাধ্যমে জানতে পারেন। মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে ফোন নাম্বার—৯৪৩২০৯০৮৮৯, অথবা ই-মেলে যোগাযোগ করতে পারেন-vidyamandira@vsnl.net

মনোজ ভট্টাচার্য, কর্মসচিব

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাই সাম্প্রতিক অতীতে বিদ্যামন্দির পরিবারের চার সদস্য প্রয়াত হয়েছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তারাপদ চট্টোপাধ্যায় গত ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘ অসুস্থতার পর বাঁকুড়ায় স্বগৃহে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ১৯৬১ সালে স্নাতক পর্বের সূচনা লগ্নে বিদ্যামন্দিরের সংস্কৃত বিভাগে যোগ দেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী, আইনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, প্রখর স্মৃতিশক্তিধর, সুরসিক এবং সর্বোপরি গভীর ছাত্রদরদী অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সর্বার্থেই এক আদর্শ শিক্ষক। সুদীর্ঘ ৩২ বছর অধ্যাপনান্তে ১৯৯৩ সালে তিনি সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। 'স্যার' ছিলেন 'Simple living and high thinking'-এই প্রবাদবাক্যের এক বিরল বাস্তব প্রতিমূর্তি। 'বিদ্যামন্দির ঘরানা' বলে যদি কিছু থাকে, তবে তিনি ছিলেন তার স্থপতিদের অন্যতম। বিদ্যামন্দির ও সেই সূত্রে বৃহত্তর শিক্ষাজগতের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এবং আন্তরিক শ্রদ্ধানত চিত্তে প্রণতি জানাই তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি।

বিদ্যামন্দির পরিবারের অন্যতম কৃতী সন্তান ডঃ প্রশান্ত কুমার নন্দী (১৯৫৯-৬১) মাত্র ৬২ বছর বয়সে গত ১০ই মার্চ হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হায়দ্রাবাদ বিমান বন্দরে পরলোক গমন করেন। বিদ্যামন্দির থেকে সসম্মানে আই. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. ই. এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এম.ই. ডিগ্রী লাভ করেন। কানপুর আই.আই.টি থেকে লাভ করেন ডক্টরেট ডিগ্রী। তারপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। প্রথমে ইলেকট্রিক্যাল, তারপর ইলেকট্রনিক্স পরে কম্পিউটার বিভাগে যোগ দেন; ২০০৫ সালে অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি এই বিভাগের প্রধান ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিশ্বভারতী, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইগন্যু এবং ভারত সরকারের ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যামন্দিরে কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস বিভাগ প্রর্বতনের এবং কম্পিউটার ছাত্রদের পড়ানোর ক্ষেত্রে ডঃ নন্দীর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত অকৃতদার ডঃ নন্দী ছিলেন স্বল্পভাষী, নিরহংকারী, প্রচারবিমুখ এবং সদা কর্মব্যস্ত। উত্তর কলকাতায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; বিদ্যামন্দিরে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ডঃ নন্দীর

পিতৃব্য ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ এবং তাঁর সহোদর ভাই স্বামী গিরিশানন্দজী বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের কর্মসচিব। ডঃ নন্দীর অকাল প্রয়াণে বিদ্যামন্দির পরিবারের সকলেই শোকস্তব্ধ; পরলোকে তাঁর বিদেহী আত্মা পরম শান্তিলাভ করুক —এই প্রার্থনা।

যাঁদের হাতের রান্না বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের দেহমন পুষ্ট করে, শ্রী সত্যবাদী পন্ডা ছিলেন তাঁদেরই একজন। উড়িষ্যা থেকে আগত শ্রীপন্ডা ১৯৮০ সালে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রাবাসে রন্ধনকর্মী হিসাবে যোগ দেন, ক্রমে তিনি 'শ্রী-বিবেক' ভবনের 'Head Cook' পদে উন্নীত হন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তিনি হাঁফানি ও ফুসফুসে সংক্রমণজনিত কারণে ভুগছিলেন। যথাসাধ্য চিকিৎসা সত্ত্বেও গত ২৩ মার্চ ২০০৭ তারিখে বেলুড়ের শ্রমজীবী হাসপাতালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তাঁর প্রয়াণে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমরাও সমব্যথী। শ্রী পন্ডার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের নয়াদিল্লী শাখাকেন্দ্রের সম্পাদক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন বক্তা ও সুলেখক পূজনীয় স্বামী গোকুলানন্দজী (গোবিন্দ) মহারাজ ৭৮ বছর বয়সে গত ৩১ মার্চ ২০০৭ নয়াদিল্লী গঙ্গারাম হাসপাতালে রামকৃষ্ণলোকে গমন করেছেন। তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে প্রায় দশদিন ওই হাসপাতালেই কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য স্বামী গোকুলানন্দজীর সঙ্ঘজীবনের সূত্রপাত বিদ্যামন্দিরেই ১৯৫৪ সালে। প্রথম দিকে তিনি হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ তে তিনি পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ঐ বছরই বিদ্যামন্দিরের প্রথম উপাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন। ক্রমে তৎকালীন অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী তেজসানন্দজী অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলেজ পরিচালনার বহু গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। বিদ্যামন্দিরের পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সারগাছি, চেরাপুঞ্জী ও নরোত্তমনগর শাখাকেন্দ্রে কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। চেরাপুঞ্জীতে থাকাকালীন তিনি খাসি ভাষায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবনীর নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করেন। জীবনের অন্তিম ২১ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সঙ্ঘের নয়াদিল্লী শাখাকেন্দ্রের সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি প্রচারকার্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বহির্ভারতে রাশিয়া, দূরপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ভ্রমণ করেন। তাঁর লিখিত 'How to Overcome Mental Tension' বইটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বহুমানিত, দরদী ও রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসীর চরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্রে আগত বিশিষ্ট আলোচকেরা

২০০৭-এর স্বামী তেজসানন্দ স্মারক কুইজ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের আলোচনাসভায় ডঃ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

প্রাক্তনী সংসদ সমাচার

"Doing good to others out of compassion is good, but seva (service) of all beings in the spirit of the Lord is better."—Swami Vivekananda

স্বামীজীর এই উপদেশ আজও আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে কত গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে নিয়ত বিবেকানন্দের এই মহৎ বাণীকে স্মরণ করার চেষ্টা করে। প্রাক্তনী সংসদের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মধারার এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে তুলে ধরা হল।

সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ পূর্বের মতই চলেছে এই প্রকল্পটি। সপ্তাহে একদিন করে নিয়মিত চিকিৎসক রোগীদের দেখছেন। প্রাক্তনী শ্রী দেবাশীষ ঘোষ (১৯৮৪-৮৬) এই প্রকল্পে বার্ষিক দশ হাজার টাকা করে অনুদান দিতে শুরু করেছেন। সংসদের পক্ষ থেকে তাঁর এই প্রশংসনীয় উদ্যোগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই দরিদ্র অঞ্চলে মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত এই ন্যূনতম ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতিতে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়েছে এবং সমস্ত দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এই প্রকল্প যথাপূর্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ঃ ২০০৬-২০০৭ বর্ষের বিবেকানন্দ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জলপাইগুড়ি জেলায়। এই সম্মেলনের কিছু সংবাদ আমরা ইতিমধ্যেই আপনাদের দিয়েছি। এইবারের সংখ্যাতেও এ বিষয়ে একটি লেখা আছে। আগামীবারের বিবেকানন্দ সম্মেলন পুরুলিয়া জেলায় করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

পুনর্মিলন উৎসব ২০০৭ ঃ বিগত ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ তারিখে বিদ্যামন্দিরে বিংশতিতম পুনর্মিলন উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল। এবারে সর্বমোট ৭০২ জন প্রাক্তনী উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনব্যাপী এই ঘরে ফেরার অনুষ্ঠান ছিল বৈচিত্র্যের ঔজ্জ্বল্যে ভরা। প্রাক্তনীরা ছাড়াও এসেছিলেন প্রাক্তনীদের পরিবারের মানুষজন, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী মহারাজেরা, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ও অন্য নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। পুনর্মিলন সম্পর্কিত একটি পৃথক প্রতিবেদন এবারের প্রাক্তনীবার্তাতে সন্নিবিষ্ট করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রাক্তনী সংসদের আজীবন সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩৭০। সকল প্রাক্তনীদের কাছে অনুরোধ, আপনাদের নিজেদের ব্যাচের বন্ধু অথবা অন্য যে কোন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী, যদি এখনও প্রাক্তনী সংসদের আজীবন সদস্যপদ নিয়ে না থাকেন, তাহলে তাঁদের তা গ্রহণ করে নিতে অনুরোধ জানান।

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক কুইজ প্রতিযোগিতা ঃ গত ৩১ মার্চ ২০০৭ তারিখে বিদ্যামন্দিরের সভাগৃহে এবারের আন্তঃকলেজ স্বামী তেজসানন্দ কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই বছর প্রাথমিক পর্বে এগারটি কলেজ অংশগ্রহণ করেছিল। চূড়ান্তপর্বে পাঁচটি কলেজ উত্তীর্ণ হয়। উল্লেখ্য, এবারে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল। প্রথম স্থানাধিকারী দলকে প্রাক্তনী-অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত প্রদত্ত 'দেবেন্দ্রনাথ-শিবরাণী দত্ত' স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলকে প্রাক্তনী জয়জিৎ বক্সী প্রদত্ত 'বিক্রমজিৎ-নীলিমা বক্সী' পুরস্কার প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের হাতেই অল্প কিছু বই এবং ছবি তুলে দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার-এর কর্তৃপক্ষ এ জন্যে বিনামূল্যে কিছু বই-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এভাবেই বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ তার নানাবিধ কর্মকান্ড নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে চলেছে। আমাদের ইচ্ছা বিদ্যামন্দিরের জন্যে নিজেদের সামর্থ্যকে আরও শক্তিশালী করা। সমস্ত প্রাক্তনীর কাছে আমরা তাই বারবার অনুরোধ জানাই যে, আপনারা আরও এগিয়ে আসুন, মাতৃতুল্য নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজে আসুন আমরা নিজেদের সাধ্যমত উৎসর্গ করি।

মনোজ ভট্টাচার্য, কর্মসচিব, প্রাক্তনী সংসদ

বিদ্যামন্দির সমাচার

(নভেম্বর ২০০৬ — মে ২০০৭)

প্রাক্তনীবার্তার পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যামন্দির সমাচার ২০০৬ এর ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ; তারপর ৩১শে মে ২০০৭ পর্যন্ত বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা আলোচনা সভা ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

জাতীয় স্তরের সেমিনার ঃ

(১) ১৬.১২.০৬ তারিখে ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হ'ল সারাদিনব্যাপী একটি জাতীয় স্তরের সেমিনার। আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ "বাঙালির ইতিহাস—সংস্কৃতি ও আধুনিকতা"। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুণাল চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা তনিকা সরকার, আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সের শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

(২) ২২ এবং ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬-এ অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় স্তরের সেমিনার আয়োজিত হ'ল Advance in Economics : Some New Directions in Theory and Practice বিষয়ে। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশিক বসু, দিল্লী স্কুল অব ইকনমিকসের অধ্যাপক উদয়ভানু সিংহ, J.N.U. এর অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু দোস্তিদার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌমেন শিকদার, I.S.I. কলকাতার অধ্যাপক মণিপুষ্পক মিত্র, বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক দেবকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ ছিলেন মুখ্য আলোচক।

মহিষাদল রাজ কলেজ, বিদ্যামন্দিরের ইতিহাস বিভাগ ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাচক্র

বঙ্গীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন

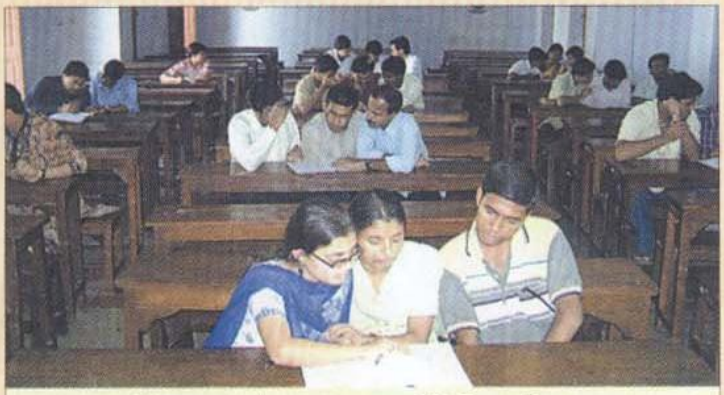

বিবেকানন্দ কুইজের প্রথমপর্বে লিখিত পরীক্ষা

(৩) সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে ১৮ মে তারিখে আয়োজিত হ'ল একটি জাতীয়স্তরের আলোচনাচক্র। আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ "সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে বাংলার অবদান।" বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বশিষ্ঠ নারায়ণ ঝা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডিন অধ্যাপক করুণা সিন্ধু দাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ মৃণাল কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (পুরী)-এর ডঃ ব্রজকিশোর সাঁই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গোপীনাথ কবিরাজ অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ আচার্য প্রমুখ।

অন্যান্য কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের অংশগ্রহণে U.G.C. অনুমোদিত এইসব আলোচনাচক্র রীতিমত সফল হয়েছে।

আন্তর্জাতিক Workshop ঃ

৬ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে SAARC ভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিরা বিদ্যামন্দিরে একটি Translation Workshop-এ অংশগ্রহণ করলেন। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান ও ভারতের বিশিষ্ট পন্ডিতদের উপস্থিতি এই Workshop কে দীর্ঘদিন স্মরণীয় করে রাখবে।

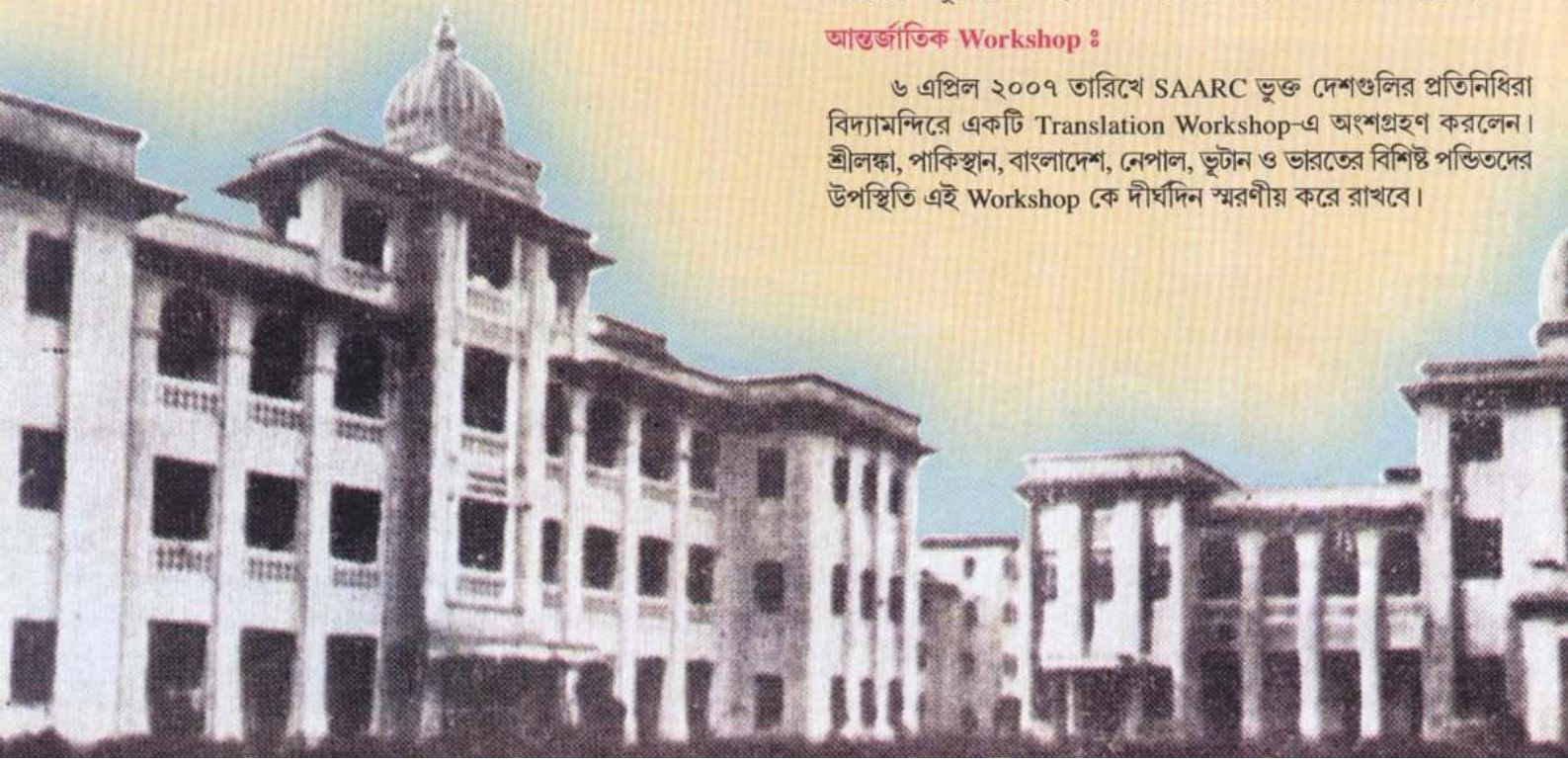

SAARC Translation Workshop

পুনর্মিলন উৎসবে ১নং ঘরে সকালের প্রাতরাশ

অন্যান্য আলোচনা সভা ও সেমিনার ঃ

১৭-১৮ মার্চ বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত হল বঙ্গীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণসভা। আলোচনার জন্যে নির্ধারিত বিষয়ে পেপার পড়েন অন্যান্যদের সঙ্গে বিদ্যামন্দিরের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের অনেকে।

বিদ্যামন্দির এবং মহিষাদল রাজ কলেজের ইতিহাস বিভাগ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর যৌথ উদ্যোগে 'ইংরেজ আমলে বাংলার গ্রামাঞ্চল' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হ'ল ১৫ মার্চ তারিখে।

৩ এপ্রিল নবগঠিত Microbiology বিভাগের অর্ধদিবস আলোচনা চক্রে প্রধান বক্তাদ্বয় ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রতন গুছাইত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।

২১ এপ্রিল বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে অন্যান্যবারের মত অনুষ্ঠিত হ'ল সারাদিনব্যাপী একটি আধ্যাত্মিক আলোচনাচক্র।

৪ এবং ৫ মে তারিখে U.G.C. অনুমোদিত রাজ্যস্তরের আলোচনাচক্র আয়োজিত হ'ল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে। আলোচ্য বিষয় ছিল—"Development and Participation in the Context of Local Governance in West Bengal". আলোচকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অভিরূপ সরকার, অধ্যাপক রাজশ্রী বসু, অধ্যাপক ইন্দ্রাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যামন্দির), অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (বিদ্যামন্দির) প্রমুখ।

কলোকিয়াম ঃ

বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকদের কলোকিয়ামে আলোচ্য সময়ে বক্তব্য রেখেছেন দু'জন ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান যতিশংকর চট্টোপাধ্যায় ২৪ মার্চ তারিখে বলেছেন 'উনিশ শতকের কলকাতার আড্ডা ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে। ৩ এপ্রিল তারিখে ইংরাজী বিভাগের ডঃ স্বরূপ রায় বলেছেন 'Translation, Theory & Practice' নিয়ে।

পুনর্মিলন উৎসবে নামনথিভুক্তকরণ

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে সাধারণ উৎসবে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের নাটক পরিবেশনা

অন্যান্য আলোচনা ঃ

তারিখ	বক্তা	বিষয়
২২.১১.০৬	ব্র. মহেন্দ্র চৈতন্য, অধ্যাপক, বিদ্যামন্দির	মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
২৩.১১.০৬	Prof. Michel Waldschmidt, Institute of Mathematics de Jussieu	Narayana's Cows, Fibonacci Rabbits and Arithmetic Questions
৬.১২.০৬	অধ্যাপক আনন্দমোহন চক্রবর্তী (প্রাক্তনী ঃ৫৪-৫৬) অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, চিকাগো	মেধাসত্ব, পেটেন্ট আইন এবং অন্যান্য সমস্যা
১২.১২.০৬	Prof.Emo Welzl, Institute of Theoretical Computer Science, ETH Zurick	Combination Properties of CNF Formulas
০৬.০১.০৭	স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ, রেজিস্ট্রার, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়	মানবাধিকার
১৩.০১.০৭	ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী (প্রাক্তনী ঃ ৫৮-৬০), অধ্যাপক ও ডিরেক্টর, জিন থেরাপি, অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন কলেজ অব মেডিসিন, নিউইয়র্ক	জেনেটিকস্ থেকে জিনথেরাপি ঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানের নবদিগন্ত
০৫.০২.০৭	Bor-Luh (Peter) tin, University of lowa (USA)	Von Neumann's iterating process for best approximation
০৬.০৩.০৭	ডঃ ভাস্কর কুলকার্ণী, ডেপুটি ডিরেকটর, ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, পুণে	ভারতে রাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনা
১৭.০৩.০৭	Prof.S.D. Adhikari, Harish Chandra Research Institute	External Problems of Group theory
২৭.০৩.০৭	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	পরিবেশ ও উন্নয়ন

ছাত্রদের কৃতিত্ব ঃ

(ক) ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব এ্যাটমিক এনার্জির অর্থানুকূল্যে পরিচালিত ন্যাশনাল বোর্ড অফ হায়ার ম্যাথামেটিকস্-এর অত্যন্ত সম্মানিত মেধাবৃত্তি পেয়েছে বিদ্যামন্দিরের স্নাতকোত্তর গণিত বিভাগের চারজন ছাত্র—প্রীতম ঘোষ, সব্যসাচী দত্ত, বোধিসত্ত্ব বসু এবং পাঁচুগোপাল বিক্রম। এরা মাসিক চারহাজার টাকা বৃত্তি ছাড়াও বছরে দশহাজার টাকা পাবে বই কেনার জন্যে।

(খ) কিশোর বৈজ্ঞানিক প্রোৎসাহন যোজনা (KVPY) ঃ প্রথম বর্ষের ছাত্র অরিন্দম বিশ্বাস মাসিক চারহাজার টাকা মেধাবৃত্তির জন্যে নির্বাচিত হয়েছে।

(গ) প্রথম বর্ষের দু'টি ছাত্র, অরিন্দম বিশ্বাস এবং কিশলয় সাহা J.B.N.S.T.S. (Senior) পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

(ঘ) আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্সে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত) দ্বিতীয় বর্ষের নারায়ণ চন্দ্র পাল ডিসকাস থ্রো-তে তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

(ঙ) ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় 'খ' বিভাগে সপ্তম স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় বর্ষের শাশ্বত গুহঠাকুরতা। সর্বসাধারণের জন্যে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় বর্ষের কল্যাণ পন্ডা এবং সন্তু সিংহ।

(চ) যুবদিবস উপলক্ষে 'উদ্বোধন' আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফলাফল বেশ গৌরবজনক ঃ বক্তৃতায় দ্বিতীয় স্থান নবারুণ চট্টোপাধ্যায়, ১ম বর্ষ; আবৃত্তিতে (সংস্কৃত) প্রথম বিমল রক্ষিত, ১ম বর্ষ; দ্বিতীয় পীতাম্বর নিরালা ১ম বর্ষ; কুইজ ঃ প্রথম স্থান রামিজ রাজা, কল্লোল মাইতি এবং পীতাম্বর নিরালা।

(ছ) বেলুড়মঠে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাধারণ উৎসবের অপরাহ্নে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রেরা মঞ্চস্থ করেছে "মৃত্যুঞ্জয়" শিরোনামে একটি নাটক। প্রসঙ্গত এই নাটকের রচনা ও পরিচালনা করেন প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক তথা বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ।

(জ) হাওড়া দীনবন্ধু কলেজ আয়োজিত একটি জেলাস্তর বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে যথাক্রমে প্রথম বর্ষের সায়ন দে সরকার এবং সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়।

এন.সি.সি. ঃ

৪ জানুয়ারি সেনাবাহিনীর পতাকাদিবসে অর্থসংগ্রহে সাগ্রহে পথে নেমেছিল ক্যাডেটরা। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কেরালার নিউম্যান কলেজে National Intergration Camp-এ পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের প্রতিনিধিত্ব করল বিদ্যামন্দিরের চারজন সমর শিক্ষার্থী, সঙ্গে ছিলেন N.C.C র দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক অরূপ ধবল। ৫ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারী কাঁচরাপাড়ায় আয়োজিত শিবিরে বিদ্যামন্দিরের ১৮ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ

এই সময়ে বিদ্যামন্দিরের কর্মসূচীভুক্ত সকল অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। বর্ষবরণ ও রবীন্দ্রপ্রণাম, জাতীয় যুবদিবস পালন, ছাত্রদিবস, বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ইত্যাদি যথাসময়ে, যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের সরস্বতীপূজার সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল নিউইয়র্কবাসী প্রখ্যাত সেতারী ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরীর ধ্রুপদী সেতার বাদনে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে এসেছিলেন সি.এ.বি. সচিব শরদিন্দু পাল এবং দ্বিতীয় পর্বে (Annual Sports) এসেছিলেন শ্রী চুনী গোস্বামী ও শ্রী রমেন ঘোষ।

১০ই মার্চ-এ আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় এবার সভাপতিত্ব করলেন পঃ বঃ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অশোক মোহন চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতার অধ্যক্ষ রেভারেন্ড পি.সি. ম্যাথিউ।

১১ ফেব্রুয়ারি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হ'ল পুনর্মিলন উৎসব (পৃথক প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)।

বিদায় সম্বর্দ্ধনা ঃ

গণিত শাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক স্বপন কুমার চক্রবর্তীর (প্রাক্তনী ১৯৬২-৬৫) বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হ'ল ১৭ ফেব্রুয়ারি। ১৯৭৮ এ তিনি অধ্যাপক হিসেবে বিদ্যামন্দিরে যোগ দিয়েছিলেন—অবসর নিলেন ৩১শে অক্টোবর, ০৬-এ। শ্রুতকীর্তি এই অধ্যাপকের অবসরে বিদ্যামন্দিরে গণিতের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল।

নতুন নিয়োগ ঃ

প্রকৃতির নিয়মে সকল শূন্যস্থানই পূরণ হয়ে যায়, সেই সূত্রেই আলোচ্য সময়ে বিদ্যামন্দিরে যোগ দিলেন তিনজন নতুন অধ্যাপক। এঁরা হলেন অধ্যাপক শান্তনু মৈত্র (মাইক্রোবায়োলজি), অধ্যাপক শুভঙ্কর রায় (বাংলা বিভাগ) এবং অধ্যাপক সৈয়দ শাহিদ রিয়াজ (রসাসন বিভাগ)

পরীক্ষার ফল ঃ

২৪ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B.A/B.Sc. Part-I (2+1) পরীক্ষার ফল সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল ঃ

বিষয়	মোট পরীক্ষার্থী	৬০% ≥	৫০% ≥ ৬০%	৪০% ≥ ৫০%	৩৫% ≥ ৪০%
পদার্থবিদ্যা	১৬	১৪	২	-	-
রসায়ন	২৬	২০	৫	১	-
গণিত	১৩	৮	৪	১	-
অর্থনীতি	৮	৩	২	-	-
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৮	-	৪	২	১
দর্শন	৬	১	৩	১	-
ইংরাজি	৮	২	৬	-	-
বাংলা	৮	২	৬	-	-
সংস্কৃত	১১	৯	২	-	-
ইতিহাস	৬	২	৪	-	-
কম্পিউটার (মেজর)	৫	৪	১	-	-
ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি (মেজর)	৪	৪	-	-	-
মোট	১১৯	৬৯	৩৯	৫	১

ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ ঃ

সাম্প্রতিক অতীতে বিদ্যামন্দিরে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ নিতে এসেছে অনেক সংস্থা। আলোচ্য সময়ে এসেছে A.C.C. (৯ জন নির্বাচিত) এবং India Foils ltd (৩ জন নির্বাচিত)। আর অফ্ ক্যাম্পাসে ৪ জন পেয়েছে T.C.S.-এ।

অন্যান্য খবর ঃ

- vidyamandira.ac.in শিরোনামে বিদ্যামন্দিরের Website চালু হয়েছে।
- ছাত্রদের ব্যবহারের জন্যে একটি Xerox মেশিন বসেছে হবি হাউসে।
- ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সত্যব্রত পাহাড়ী।

শোকসংবাদ ঃ

মহাকালের এই খন্ডাংশটি আমাদের শূন্যতা বাড়িয়েছে প্রবল মাত্রায়। বিদায়পঞ্জী দীর্ঘ। প্রয়াত হয়েছেন বিদ্যামন্দিরের পূর্বতন উপাধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দজী, সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, ছাত্রাবাস কর্মী সত্যবাদী পন্ডা। এ ছাড়া বিদ্যামন্দির শিক্ষা পরিষদের দীর্ঘদিনের সদস্য রঞ্জিৎ চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ এক বিশিষ্ট প্রাক্তনী প্রশান্ত কুমার নন্দী (১৯৫৯-৬১) বিগত ১০ মার্চ অকাল প্রয়াত হলেন (স্বতন্ত্র প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)। এঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'বিদ্যামন্দির সমাচার' শেষ করলাম।

—অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ

Reunion 2007

The second sunday of February after three years! Once again a chance came to go down the memory lane--a chance to retrospect the fading out old college days at Vidyamandira! Those were the days of tightly bound routine, diverse festivals, typical academic challenges and untold mirth mixed with youthful frolic. 11 February 2007 gave us, the passed-outs of Vidyamandira, this rare and sweet chance of reminiscence. The day began with the hoisting of Vidyamandira flag by Dr. Biswanath Das, one of the Vice-Presidents of the Alumni Association. Among other respectable dignitaries were Swami Shivamayanandaji Maharaj, ex-Principal of the college, Swami Tyagarupanandaji Maharaj, Principal of the college and Sri Nityaniranjan Kundu, another Vice-President of the Association. Special puja had begun at Sree Bhavan prayer hall a little earlier. Revered monks and senior ex-students went there to offer their pranams. Meanwhile the ex-students of different batches were drifting in and registration counters became gradually crowded. Breskfast was served at Room No. 1. Volley ball match between ex-students and present ones started at about 10 am. It was exciting to see the elders appeared no less fit or enthusiastic compared to their younger counterparts when the ball began to cross over the net. After the match was over, the alumni were invited to a short cultural function at Vivekananda Sabhagriha at about 11 am. Some of the ex-students including Swami Sarvaganandaji Maharaj presented vocal songs. Present students also took part and performed a drama "Rehearsal". In the meantime all were perfectly ready for the much awaited lunch at the dining halls. As the gathering was more than expected, some of the ex-students could not get the morning tiffin. This was compensated to an extent by the lunch. Really a sumptuous one! As per the counting from the mess office,1117 persons partook of the noon meal, including alumni, their guests, teachers and nonteaching (past and present) staff, monastic members, hostel staff and other staff of the Vidyamandira. Here we should mention that at the end of the day, the number of ex-students who joined this year's reunion reached a record 702. The lunch was followed by the brief Discussion Session and Reunion Meeting at 2.30 pm in Vivekananda Sabhagriha. This phase was presided over by Dr. Satchidananda Dhar, President of the Alumni Association. It was our great pleasure that Swami Mumukshanandaji, Swami Shivamayanandaji, Swami Atmapriyanandaji and Swami Tyagarupanandaji Maharaj were present on the stage. A very tight-timed programme was ably conducted by Sri Tapan Kumar Ghosh, the convener of this year's Reunion Sub-Committee. After the opening song, Swami Tyagarupanandaji Maharaj, Principal of Ramakrishna Mission Vidyamandira and Sri Manoj Bhattacharya, Secretary of Alumni Association, delivered the welcome addresses one after another. Swami Mumukshanandaji Maharaj gave a brief talk and Swami Shivamayanandaji, ex-Principal of the college read out a poem written by himself on Vidyamandira. It was follwed by the talks of Swami Atmapriyanandaji Maharaj and Dr. Satchidananda Dhar. Hereafter the batch-wise identification of the Alumni was done. A few ex-students reminisced about their good old days at Vidyamandira. Anyhow, it was observed that the time-slot for the reminiscence part was inadequate. Some senior most alumni were accorded felicitation. After this the evening tea and tiffin were served and unfortunately this time also the estimation failed due to which a number of ex-students could not get the small packets. At about 5.45 pm the evening cultural programme began where Sri Manomay Bhattacharya was invited as the guest singer. After the one hour programme, the day-long festival of 'home coming' came to an end.

Again we shall meet on a fine, joyous morning after three years. But, should this festival remain confined merely to a specific day? Do not the enlightened and established alumni of Vidyamandira have any further responsibility towards their beloved alma mater? Reminiscing about our college days at the Reunion stokes up the spring of our love for Vidyamandira. Pray, let this emotion overflowing from our hearts inspire our minds, strengthen our hands and translate into something concrete and good. Let this be our pledge at the end of this home coming that we will stand together to contribute utmost for the cause of our esteemed 'Temple of Learning'.

–Swami Shastrajnananda

জলপাইগুড়ি জেলার বিবেকানন্দ সম্মেলনের জেলাস্তরের প্রতিযোগিতার দিনের সূচনাংশের মার্চপাস্ট

জলপাইগুড়ি জেলার বিবেকানন্দ সম্মেলনের জেলাস্তরের দৌড় প্রতিযোগিতা

Vivekananda Sammelan, 2006-07

Ramakirshna Mission Vidyamandira, in active collaboration with the Vidyamandira Alumni Association and the Ramakrishna Mission Ashrama, Jalpaiguri, organised Vivekananda Sammelan this year in the district of Jalpaiguri. The initiative taken by the ex-students of the Vidyamandira in 1992-93, through their Alumni Association, has been sustained over all these years. One district of West Bengal is picked up each year and recitation, story-telling, drawing, quiz, athletics and yogasana competitions are arranged to celebrate the National Youth Day, scheduled on 12 January, the birthday of Swami Vivekananda. The districts covered over the eariler years are- Hooghly, Burdwan,Howrah, Midnapore, Nadia, Murshidabad, 24 Parganas (South), 24 parganas (North), Bankura, Birbhum, Coochbehar and Malda.

A single district is broken up into a number of zones and the relevant competitions are held separately in each zone. Thereafter the candidates who perform well at the zonal levels, securing the first three ranks, compete in the central (District-level) competitions. In the district of Jalpaiguri nearly 112 schools with about 1200 students participated in the cultural and sports events. The four zones into which this district was divided were : Jalpaiguri, Dhupguri, Alipurduar and Mal. The final competitions were held at Ramakrishna Mission Ashrama, Jalpaiguri, on 17 December 2006. The prize-giving ceremony, accompanied with a youth gathering, was held on 14 January 2007. A half-day Teachers' Convention was also organized on the same day.

Swami Tyagarupananda, Principal (Offg.)
Ramakrishna Mission Vidyamandira

পুনর্মিলন উৎসবের সূচনায় পতাকা উত্তোলন

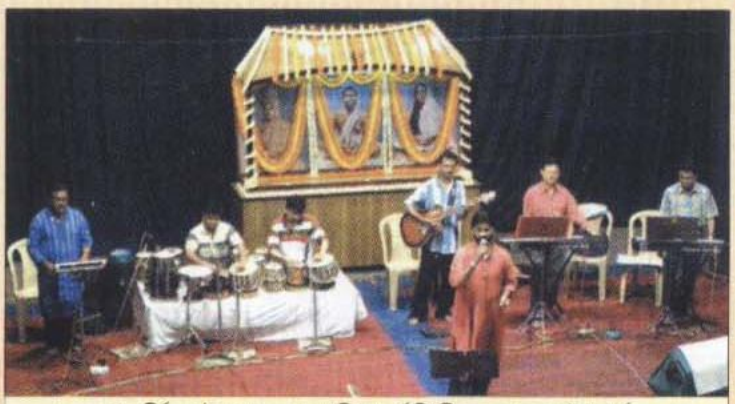

পুনর্মিলন উৎসবের সমাপ্তিপর্বে শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য

পুনর্গঠিত প্রাক্তনীবার্তা উপসমিতি ও সম্পাদকমন্ডলী

আহ্বায়ক ও প্রধান সম্পাদক ঃ অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

সদস্যবৃন্দ ঃ ডঃ বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, অধ্যাপক সন্দীপন সেন

প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা ঃ ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলি (প্রাক্তনী), ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি (প্রাক্তনী)

BOOK POST

PRINTED MATTER

If undelivered, please return to :
Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. : Belur Math, Howrah, West Bengal-711202
E-mail : alumnividyamandira@gmail.com

Published by Manoj Kumar Bhattacherjee, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association
Printed at Soumen Traders Syndicate, Bally, Howrah, Phone : 2654-3536